দৈনিক বাংলা

00: 042

তারিখ ... 5/6/85 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 1 ...

শিক্ষার্থীদের চাকরি

ওয়ার্লড ইউনিভার্সিটি সার্ভিসের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে 'শিক্ষার্থীদের খন্ডকালীন চাকরিতে নিয়োগ' শীর্ষক এক ওয়ার্কশপে বক্তারা শিক্ষার্থীদের সাময়িক কাজের সুযোগের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

আমাদের দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই যখন গরীব তখন সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষার্থীও যে দরিদ্র পরিবার থেকেই এসেছেন তা অনুমান করা যায়। এদের মধ্যে অনেকেই লেখাপড়ার খরচ মেটাতে গিয়ে হিমশিম খান। অনেকের পক্ষে নিয়মিত ছাত্র থাকা সম্ভব হয় না। অনেককে লেখাপড়া শেষ না করেই বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়তে হয়। যারা লেখাপড়া চালিয়ে যান তাদের মধ্যেও অনেককে অবর্ণনীয় দুঃখকষ্টের ভেতর দিয়ে দিন যাপন করতে হয়। শিক্ষার্থীদের জন্যে সাময়িক চাকরির যে উদ্যোগ কেউ কেউ গ্রহণ করেছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয় পার্টটাইম চাকরি থাকলে এবং শিক্ষার্থীদের ওপর থেকে আর্থিক চাপ দূর হলে তাদের পড়াশোনা করা যেমন সহজ হবে তেমনি তাদের হতাশার শিকারও হতে হবে না। শিক্ষার্থীদের কাজের অভ্যাস গড়ে উঠবে বলেও কোন কোন বক্তা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। মোটের ওপর শিক্ষার্থীদের জন্যে এ পদক্ষেপ যে শুভ সুযোগ সৃষ্টি করছে এতে কেউ দ্বিমত পোষণ করেন না।

তবে আমাদের দেশে চাকরি শুধু শিক্ষার্থীদের দরকার নয়। আরো অনেকেরই দরকার। সত্যি কথা বলতে গেলে আমাদের দেশের ব্যাপক বেকারত্বের চাপে অসংখ্য মানুষের জীবনযাত্রার মানে কোন স্বাভাবিকতাই নেই। তাদের সন্তান-সন্ততিরা হয়ত শিক্ষাঙ্গণের ধারেকাছে যাবার স্বপ্নও দেখতে পায় না। বেকার সমস্যা আমাদের উন্নতির পথে প্রায় প্রধান বাধা হয়ে আছে। আমাদের দারিদ্র্যের উৎস। তাই কর্মসংস্থানের সব রকম উদ্যোগকেই আমরা স্বাগত জানাই। তবে কর্মসংস্থানের সুযোগকে ব্যাপক মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার উদ্যোগও আমরা দেখতে চাই।